

সূরা আল্ মুয্যাম্মেল - ৭৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

পাণ্ডিতদের ঐক্যমত হচ্ছে, এই সূরা নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এটি তৃতীয় অবতীর্ণ সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে (জিন্) বলা হয়েছিল, নবীগণের উপর ওহী বা বা ঐশী-বাণী অবতরণ কালে ফিরিশতাও নেমে আসেন যাতে ঐশী-বাণীগুলো সুরক্ষিত ও অবিকৃত অবস্থায় নবীগণের কাছে অবিকল পৌঁছে যায়। এই সূরাতে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন রাত্রির একাংশকে আল্লাহ তাআলার স্বরণের জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে বেছে নেন, যাতে তাঁর প্রতি ফিরিশতা নেমে আসেন এবং শত্রুদের কুমত্বেল ও ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন। অন্যান্য মক্কী সূরাগুলোর মত মহানবী (সাঃ) এর ঐশী দায়িত্ব, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সূরাতেও বলা হয়েছে এবং কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী তা ব্যক্ত করেছে। এই সূরা সংক্ষেপে, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে রসূলে পাক (সাঃ)ই পরিণামে বিজয়ী হবেন আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাই এই কথার প্রমাণ হবে, মৃত্যুর পরে জীবন ও বিচার রয়েছে। নামায, দোয়া ও যিকর- আয্কারের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, এটাই আল্লাহর সাহায্য লাভের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় এবং এবং এর সাহায্যেই মহানবী (সাঃ) এর উপর ন্যস্ত বিরাট ও অসামান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব হবে, অন্য কোন উপায়ে নয়।



সূরা আল মুযাশ্শেল-৭৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২১ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

★ ২। হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! ৩১৫০

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ

৩। তুমি রাতের অল্প অংশ বাদে (বাকী সময়টাতে ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও,

فَرِائِلَ إِلَّا قَلِيلًا

৪। এর অর্ধেক অংশ অথবা এ থেকে কিছুটা কম অংশে

نُصْفَةً أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

৫। অথবা এর চেয়ে কিছুটা (সময়) বাড়িয়েও (ইবাদতের জন্য দাঁড়াও)। আর তুমি শুদ্ধরূপে (৩) সুললিত কণ্ঠে *কুরআন পড়ো।

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

৬। আমরা তোমার ওপর নিশ্চয় এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো ৩১৫১।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ১৭ঃ১০৭; ২ঃ৩৩।

৩১৫০। ‘যামালাহ্’ অর্থ সে তাকে পিঠের পিছনে বহন করলো। ‘যাম্মালা’র অন্য অর্থ সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে চললো। ‘তায়াম্মালা’ ‘ইয্যাম্মালা’, ‘ইয্দাম্মালা’-এই শব্দগুলোর অর্থঃ সে নিজেকে চাদরে জড়ালো, সে বোঝা বহন করে চললো। মুযাশ্শেল (বা মুতায়াম্মেল) অর্থ বস্ত্রাবৃত (কম্বল-জড়ানো) লোক যার উপর হাজারো দায়িত্বের বোঝা (আকরাব, কাদীর, মা’আনী)। হেরার পর্বত-গুহায় আল্লাহর ফিরিশতা তাঁর কাছে ‘বাণী’ নিয়ে এলে মহানবী (সাঃ) এই নূতন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরলেন। এই ভীতি-বিস্ময়তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা অভিজ্ঞতটা ছিল একেবারেই অভিনব ও অসাধারণ। গৃহে পৌঁছে তিনি তাঁকে বড় কাপড়ে আচ্ছাদিত করে দিতে অনুরোধ করলেন। বস্ত্রাবৃত করণের মধ্যে যেহেতু জোড়া দেয়া ও একত্রীকরণ নিহিত আছে, সেহেতু এই আয়াতের অর্থ একপাশে হতে পারে, “ওহে ব্যক্তি, বিশ্বের সকল জাতিকে পরস্পর সংযুক্ত করে এক পতাকার তলে একত্র করতে তুমি আয়াতের অর্থ একপাশে হতে পারে, “ওহে ব্যক্তি, বিশ্বের সকল জাতিকে পরস্পর সংযুক্ত করে এক পতাকার তলে একত্র করতে তুমি নিয়োগ-প্রাপ্ত হয়েছে।” হাদীসে মহানবী (সাঃ)কে ‘হাশের’ বলা হয়েছে। ‘হাশের’ অর্থ বিশ্ববাসীকে সংযোজনকারী ও সমবেতকারী (বুখারী)। এই আয়াতের আরো তাৎপর্য আছে :- (১) মহানবী (সাঃ) এমনই এক ব্যক্তি যাকে মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানব জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এ এক সুদীর্ঘ পথ, যা অতিক্রম করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অতএব তাঁকে দ্রুত পদে চলতে হবে কঠোর পরিশ্রমের সাথে, অবিশ্রান্তভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করে যেতে হবে। (২) তিনি এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি, যাকে অসামান্য বোঝা বহন করতে হবে- বিশ্বমানবের ঘরে ঘরে তাঁকে ঐশী-বাণীর গুরুভার বহনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। মহানবী (সাঃ)কে স্মরণ করিয়ে দোয়া হচ্ছে যে তাঁকে আল্লাহ-ভক্ত এক বিরাট সম্প্রদায় তৈরী করতে হবে, যারা তাঁরই মহান আদর্শ ও প্রেরণায় অনুপ্রানিত হয়ে ইসলামের বাণীকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে তাঁকে (সাঃ) সাহায্য করবে। এই কষ্টসাধ্য কর্তব্য ও গুরুদায়িত্বের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, লম্বা ও মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত হওয়ার প্রতি নয়।

৩১৫১। ‘গুরু-ভার বাণী,’ দ্বারা কুরআনের মহান ও বৈপ্লবিক শিক্ষাকে বুঝিয়েছে। কেননা এ এতই ভারী ও গুরুত্ববহ যে এর পরিবর্তন বা স্থানান্তর সম্ভব নয়। কুরআনের একটি শব্দ বা অক্ষর সংশোধিত বা পরিবর্তিত হবার নয়। বিভিন্ন স্থলে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, যখনই মহানবী (সাঃ) এর নিকট ‘ওহী’ আসতো তখনই তিনি ভীষণ বিহ্বল অবস্থাপ্রাপ্ত হতেন, তাঁর এমনই এক অস্বাভাবিক অনুভূতি হতো যে অতিরিক্ত শীতের দিনেও ঘামের বড় বড় ফোঁটা কপাল বেয়ে পড়তো এবং তিনি নিজের শরীরকে ভারী বোঝার মত অনুভব করতেন (বুখারী)। কুরআনের ঐশী-বাণী ‘গুরু-ভার’ হওয়ার কারণেই নবী করীম (সাঃ) এর ইন্দ্রিয়সমূহে তার প্রভাব এইভাবে দেখা দিত।

৭। (ইবাদতের জন্য) রাতে উঠা নিশ্চয় (প্রবৃত্তি) দমনে অধিক কার্যকর পন্থা এবং কথায় (প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে) অধিক শক্তিশালী^{৩১৫২}।

إِنَّ تَأْيِثَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَثْوَمُ قِتْلًا ۝

৮। নিশ্চয় দিনের বেলায় তোমার অনেক কর্মব্যস্ততা^{৩১৫৩} থাকে।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

৯। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং (পার্থিব বিষয়াদি থেকে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর হয়ে যাও।

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

১০। *তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি তাঁকেই কার্যনির্বাহকরূপে গ্রহণ কর।

رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

১১। আর তারা যা বলে এতে ধৈর্য ধর এবং তাদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে সরে পড়।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

১২। *আর তুমি আমাকে ও সুখস্বাস্থ্যদ্বয়ের অধিকারী প্রত্যাখ্যানকারীদের (একা) ছেড়ে দাও এবং এদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْسَةِ وَمَكَلَمٌ قَلِيلًا ۝

১৩। নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে শাস্তির অনেক উপকরণ ও জাহান্নাম

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝

১৪। এবং গলায় আটকে যাওয়া এক খাবার আর যন্ত্রণাদায়ক আযাবও (রয়েছে)।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

দেখুন : ক. ২৬ঃ২৯; ৩৭ঃ৬; খ. ৬৮ঃ৪৫; ৭৪ঃ১২।

৩১৫২। নিশীথ রাতে জেগে নামায, দোয়া ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির সাধনা করলে রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং তা নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। আল্লাহর পবিত্র বান্দাগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথ রাতের দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকরী পন্থা আর কিছু নেই। গভীর রাতের নীরব-নিভৃত অবস্থায় এক নিশ্চুত প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সেই নিস্তরঙ্গ- নীরবতায় মানুষ একাকী তাঁর স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করার মহা-সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও সম্মুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সেই আলো সে পরে অন্যের কাছে বিলাবারও সুযোগ পায়। এই সময়টা ব্যক্তির চারিত্রিক শক্তি অর্জনের পক্ষে এবং নিজের কথাবার্তাকে যুক্তিপূর্ণ, সার্থক, ও প্রভাব-বিস্তার করে তোলার পক্ষে বড়ই উপযোগী। সফল বাকশক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতা এমনই দুটি গুণ যা ধর্ম-সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য। জাগরিত রাত্রির প্রার্থনা এই দুটি শক্তিকে (গুণকে) জাগিয়ে তোলে। এর দ্বারা স্বীয় মনের উপর, স্বীয় জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয়।

৩১৫৩। এই আয়াত নবী করীম (সাঃ) এর শতমুখী কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, যাহা তিনি দ্রুততার সাথে, খুশী মনে সম্পাদন করতেন। ‘সাবহান,’ শব্দটির মধ্যেই এই অর্থ নিহিত (লেইন)।

১৫। যেদিন পৃথিবী ও *পাহাড়পর্বত প্রচন্ডভাবে কেঁপে ওঠবে এবং পাহাড়পর্বত বিচূর্ণ টিলার ন্যায় হয়ে যাবে (সেদিন এ আযাব আসবে)।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑤

১৬। আমরা নিশ্চয় *তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধায়করূপে এক রসূল পাঠিয়েছি যেভাবে আমরা ফেরআউনের প্রতি এক রসূল পাঠিয়েছিলাম^{৩১৪৪}।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑥

১৭। কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলের অবাধ্যতা করলো। অতএব *আমরা তাকে এক কঠোর শাস্তিতে জর্জরিত করলাম।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ⑦

★ ১৮। তোমরা অস্বীকার করলে তোমরা নিজেদের কে সেদিনের (আযাব) থেকে যা শিশুদের বুড়ো করে দিবে কিভাবে রক্ষা করবে^{৩১৪৫}?

كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ⑧

১৯। *(সেদিন) আকাশ এ (আযাবের ভয়ে) ফেটে যাবে। তাঁর (এ) প্রতিশ্রুতি^{৩১৪৬} অবশ্যই পূর্ণ হবে।

إِلَّا السَّمَاءَ مَقْطُوعَةً بِهَا كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ⑨

২০। নিশ্চয় *এ হলো এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশবাণী।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ⑩

[২০] অতএব যে চায় সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (যাওয়ার)

১৩ পথ অবলম্বন করুক।

দেখুন : ক. ৫৬ঃ৫-৬; ৭৯ঃ৭ খ. ৩৩ঃ৪৬; ৪৮ঃ৯ গ. ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ২৮ঃ৪১ ঘ. ৮২ঃ২ ঙ. ২০ঃ৪৪; ৭৪ঃ৫৫; ৭৬ঃ৩০; ৮০ঃ১২।

৩১৫৪। এই আয়াতটি বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত। ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো ‘আমি উহাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করবো, তা তিনি তাদেরকে বলবে, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কেউ কর্ণপাত না করবে তার কাছে আমি পরিশোধ নিব’ (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮-১৯)।

৩১৫৫। ‘যা শিশুদের বুড়ো করে দিবে’ অত্র আয়াতের এই বাগ্‌ধারাটি পরবর্তী আয়াতের ‘আকাশ ফেটে যাবে’ এর মতই রূপক ও আলঙ্কারিক। ২১ঃ১০৫ আয়াতে আছে ‘আমরা আকাশকে গুটিয়ে নিব’ এবং অনুরূপ বাক্য বা বাক্যাংশগুলো যা কুরআনের ৮২ঃ২ এবং ৮৪ঃ২ এ রয়েছে, সবগুলোই রূপক ভাষা। এগুলো প্রায় সমার্থক একটি কথারই বহুবিধ প্রকাশ। মোদ্দা কথা, ‘এমন মহা বিপদাবলী সংঘটিত হবে, যা ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ও পরিণতি ডেকে আনবে।’

৩১৫৬। এই আয়াতে উল্লেখকৃত ‘প্রতিশ্রুতি’ বলতে মক্কার পতনের সাথে সকল অশুভ চক্রের পতন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝিয়েছে।

২১। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক জানেন, *তুমি ও তোমার সাথীদের *একটি দল রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বা এর অর্ধেক বা এর এক তৃতীয়াংশ (ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে^{৩১৫৭}। আর আল্লাহ্ রাত ও দিনের (পরিমাপকে) কমাতে (এবং) বাড়াতে থাকেন^{৩১৫৮}। আর তিনি জানেন, তোমরা কখনো (এ রীতি নিয়মিতভাবে) পালন করতে পারবে না। অতএব তিনি মার্জনার সাথে তোমাদের প্রতি সদয় হলেন। সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু পড়ে নিও। তিনি জানেন, তোমাদের মাঝে রুগীরাও থাকতে পারে, এমন (লোক)ও থাকতে পারে যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীতে সফর করে এবং এমন আরো (লোক) থাকতে পারে যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। অতএব এ (কুরআন) থেকে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু পড়ে নিও, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং *আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিও। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য যা অর্জন করবে তা তোমরা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে এবং প্রতিদিনের দিক থেকে আরো বৃহদাকারে পাবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

১৪ নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

দেখুন : ক. ২৬ঃ২১৯ খ. ২৫ঃ৬৫; ৪১ঃ৩৯ গ. ২ঃ২৪৬; ৫৭ঃ১২; ৬৪ঃ১৮।

৩১৫৭। এই সুরার প্রারম্ভে নবী করীম (সাঃ)কে তাগিদ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন রাত্রিতে মনে প্রাণে দোয়াতে মশগুল থাকেন। ঐশী-বাণী প্রচারের যে গুরুতর ও গুরু-গভীর দায়িত্ব শীঘ্রই তাঁর স্বন্ধে বর্তাবে তা সূচুভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য এই নিশীথ প্রার্থনা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হবে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় সত্ত্বষ্টির নিশ্চয়তা দিচ্ছেন এবং তিনি যে নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশকে পুরোপুরি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন-কেবল তিনিই নন বরং তাঁর অনুসারী মু'মিনরাও যে তা পালন করেছেন-আল্লাহ্ তাআলা সত্ত্বষ্টির সাথে তা উল্লেখ করেছেন। নিশীথ রাতের প্রার্থনার আদেশটি মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য ছিল না, কিন্তু মহানবী (সাঃ)কে পদে পদে অনুসরণ করার বাসনা সাহাবীদের মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারেও তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিলেন।

৩১৫৮। “আল্লাহ্ রাত ও দিনের (পরিমাপকে) কমাতে (এবং) বাড়াতে থাকেন” বাক্যটির তাৎপর্য হলো কখনো দিন থেকে রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং কখনো রাত্রি থেকে দিন দীর্ঘ হয়। আবার কখনো কখনো দিবা-রাত্রি সমান সমান হয়ে থাকে। ‘তোমরা কখনো (এ রীতি নিয়মিতভাবে) পালন করতে পারবে না’ কথাটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা সকলেই নিয়মিতভাবে ও সময়মত এই নিশীথ-প্রার্থনা করার সামর্থ্য রাখে না।